যুগান্তর

1 MAY 2017

কর্মক্ষেত্রে তিন ধরনের নির্যাতনে শিশু

যুগান্তর রিপোর্ট

কর্মক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে শিশু শ্রমিকরা। এগুলো হচ্ছে— প্রতিনিয়ত ধমক বা অপমান, প্রহার বা শারীরিক আঘাত এবং যৌন নির্যাতন। গ্রামের তুলনায় শহরে কর্মরতদের মধ্যে এসব নির্যাতন হচ্ছে বেশি। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের ওপর পরিচালিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ও আইএলও'র সর্বশেষ যৌথ জরিপে ওঠে এসেছে এ চিত্র। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মোট শিশুর সংখ্যা ৩ কোটি ৯৬ লাখ ৫০ হাজার।

এর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে অর্থাৎ শ্রমিক হচ্ছে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার শিশু। এ প্রসঙ্গে বিবিএসের মহাপরিচালক আমীর হোসেন রোববার যুগান্তরকে বলেন, নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তাদের নীতি তৈরির জন্য এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এসব তথ্য নীতিমালা গ্রহণের জন্য খুবই কাজে লাগে। তিনি জানান, বর্তমানে ২০১৬ শ্রম শক্তি জরিপের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার কাজ চলছে। এটি চূড়ান্ত হয়ে গেলে সেখানে শিশুশ্রম নিয়ে আলাদা অংশ থাকবে। তবে আলাদা করে শিশুশ্রম জরিপের এখনও উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে আশা করছি নতুন জরিপে এর সংখ্যা হয়তো কমে আসবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশে যে পরিমাণ শিশু কর্মে নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে প্রতিনিয়ত ধমক বা অপমানের শিকার হচ্ছে গড়ে ১৭ দশমিক এক শতাংশ শিশু। এর মধ্যে মেয়ে শিশু ১৬ শতাংশ এবং ছেলে শিশু ১৭ দশমিক নয় শতাংশ বলেছে তারা ধমক বা অপমানের শিকার। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এরকম নির্যাতনের শিকার ২৬ শতাংশ শিশু। গ্রামে ১৬ দশমিক তিন শতাংশ শিশু শ্রমিক এ ধরনের নির্যাতন ভোগ করছে।

এছাড়া প্রহার বা শারীরিক আঘাতের শিকার হচ্ছে এক দশমিক দুই শতাংশ শিশু। এর মধ্যে ছেলে এক শতাংশ এবং মেয়ে এক দশমিক পাঁচ শতাংশ। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এমন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এক দশমিক তিন শতাংশ এবং গ্রামে এক দশমিক

বিবিএস-আইএলও সর্বশেষ জরিপ

প্রতিনিয়ত ধমক বা অপমান, প্রহার বা শারীরিক আঘাত এবং যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুরা

এক শতাংশ শিশু। যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মোট দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ শিশু। এর মধ্যে ছেলে শূন্য দশমিক চার শতাংশ এবং মেয়ে শিশু পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যৌন নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি। সিটি কর্পোরেশনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় নয় দশমিক সাত শতাংশ এবং গ্রামে এক দশমিক তিন শতাংশ শিশু।

এছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয় শূন্য দশমিক আট শতাংশ শিশু। এর মধ্যে ছেলে এক শতাংশ এবং মেয়ে শূন্য দশমিক চার শতাংশ।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সের শিশুরা সবচেয়ে বেশি ধমক বা অপমানের শিকার হয়। এছাড়া প্রহার বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি ছয় থেকে ১১ বছরের শিশুরা। অন্যদিকে ১৪ থেকে ১৭ বছরের শিশুরা সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে শিশুরা কোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত তার একটি চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধুলা, ময়লা, ধোঁয়া এবং কাঁপুনিযুক্ত স্থানে কাজ করে ১৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ শিশু শ্রমিক। আগুন, গ্যাস এবং স্ফুলিঙ্গময় স্থানে কাজ করে তিন দশমিক ১৬ শতাংশ। অতি ঠাণ্ডা বা অতিমাত্রায় গরম পরিবেশে কাজ করে তিন দশমিক ৭২ শতাংশ শিশু শ্রমিক। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করে আট দশমিক ৫৮ শতাংশ শিশু। নিম্ন বা উচ্চ স্থানে কাজ করে এক দশমিক ৫৫ শতাংশ শিশু। পানি বা পুকুর বা নদীতে কাজ করে এক দশমিক এক শতাংশ শিশু। অন্ধকার বা সীমাবদ্ধ পরিবেশে কাজ করে এক দশমিক ৬৬ শতাংশ শিশু, রাসায়নিক বা বিস্ফোরক দ্রব্য আছে এমন পরিবেশে কাজ করে এক দশমিক ৪৮ শতাংশ এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে থাকে শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ শিশু।

সূত্র জানায়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন যৌথভাবে ২০১৩ সালে এ চাইল্ড লেবার সার্ভে শীর্ষক জরিপটি পরিচালনা করে। ২০১৫ সালে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এরপর থেকে এখনও নতুনভাবে চাইল্ড লেবার সার্ভে পরিচালিত হয়নি। এটিই সর্বশেষ প্রতিবেদন।